[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গোলাম মোস্তফা।

একটি সূত্র জানিয়েছে সম্প্রতি গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান খাদ্য গুদাম পরিদর্শনকালে ৩০ টন অতিরিক্ত চাউলের সন্ধান পায়। খাদ্য গুদাম কর্মকর্তা মো: মতিয়ার রহমান সিন্ডিকেটের চাল অনৈতিক সুবিধা নিয়ে চাল সংরক্ষনে রেখেছিল। পরবর্তীতে শারীরিক প্রতিবন্ধী হওয়ার কারনে মানবিক বিষয়টি বিবেচনা করে ও ভুল শিকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করায় তাকে তখন ক্ষমা করে দেয় প্রশাসন। মতিয়ার রহমান গাংনীতে যোগদানের পর থেকে ফুড সিন্ডিকেট গড়ে তুলে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে যা তদন্ত করলে পাওয়া যাবে। আবারো গম সিন্ডিকেট তৈরি করে নি¤œমানের গমক্রয়ের জন্য পায়তারা করছেন বলে জানান সাধারণ সম্পাদক মোঃ গোলাম মোস্তফা। তিনি আরও জানান, খাদ্য কর্মকর্তার নেতৃত্বে অন্তত ৪টি ফুট সিন্ডিকেট রয়েছে।

এসব সিন্ডিকেটের মাধ্যমে টাকা লুটপাট করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। গাংনী উপজেলা গুদাম কর্মকর্তা মো: মতিয়ার রহমান জানান,তালিকা মোতাবেক ধান গম ও চাল ক্রয় করা হয়। অনিয়মের বিষয়টি তিনি কোন মন্তব্য করেনি।

মুজিবনগর বল্লভপুরে আরও এক করোনা রোগী সনাক্ত

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুরে আরো ১জন করেনা রোগী সনাক্ত হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ড.রেজওয়ান আহম্মেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন। আর করোনা সনাক্তের রির্পোট হাতে পাওয়ার পর পরই তার বাড়িসহ আসেপাশের কয়েকটি বাড়ি লকডাউন করার জন্য উপজেলা স্বাস্থ বিভাগের একটি টিম সেখানে হাজির হয়েছে।

পুরো তথ্য যাচাই বাছাই করে বাড়ি লকডাউনের প্রস্তুতি চলছে। করেনা আক্রান্ত ব্যক্তি হলেন মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের। তিনি একজন শিক্ষক ও তার বয়স ৩৫ বছরের মধ্যে বলে জানা

গেছে।

উপজেলা স্বাস্থ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে প্রাপ্ত নতুন রিপোর্টে ১ টি পজিটিভ পাওয়া যায়। কয়েকদিন আগে তার নমুনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ল্যাবে পাঠানো হলে সেখান থেকে আজ শুক্রবার করেনা রোগে আক্রান্ত বলে নিশ্চিত করা হয়। এদিকে করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসার পর পর তার বাড়ি লকডাউন করার পক্রিয়া চলছে।

উল্লেখ্য : এ নিয়ে মুজিবনগর উপজেলায় মোট ৩ জন ব্যাক্তি করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। তার ভিতরে একজন ব্যাক্তি পুরোপুরি সুস্থ হয়েছে ও ভবেরপাড়া গ্রামের ইদ্রীস আলী শাহ নামের একজন ব্যাক্তি মৃত্য বরণ করেছেন।

ঝুঁকিতে জীবন, তবুও থেমে নেই কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ

সংক্রমণের ঝুঁকি সত্ত্বেও ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস ঠেকানোর যুদ্ধে সামনে থেকে লড়াই করে যাচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশ। মহা এইসংকটে পিছিয়ে নেই ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর মডেল থানা পুলিশও। করোনা যুদ্ধে মাঠে কাজ করছেন থানা পুলিশের প্রায় ৮০ জন যোদ্ধা। স্থানীয় পর্যায়ে যার নের্তৃত্ব দিচ্ছেন থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম। করোনার সংক্রামণ মোকাবিলায় সম্মুখ যোদ্ধা হিসাবে চিকৎসক-নার্সসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের মতোই ভূমিকা পালন করছেন পুলিশ সদস্যরা।

রাত-দিন এক করে উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা এলাকায় সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করছে পুলিশ। ঝুঁকিতে জীবন, তারপরও সেবা দিচ্ছেন উপজেলার প্রায় দুই লক্ষাধীক নাগরীকদের। এরই মধ্যে উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ২ চিকৎসক ও ১ নার্সসহ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৬ জন। জনসচেতনতা ও সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখতে মাঠ পর্যায়ে অবস্থান নেওয়া পুলিশ সদস্যরা করোনা ঝুঁকি মাথায় নিয়েই কাজ করে চলেছেন।

কোটচাঁদপুর মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম এই প্রতিবেদককে জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকের চেয়ে চাপ অনেক বেশি। সেই সাথে রয়েছে জীবনের ঝুঁকি। তারপরও জেলা পুলিশ সুপার মোঃ হাসানুজ্জামানের নির্দেশনায় ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কোটচাঁদপুর সার্কেল) মোঃ মোহাইমিনুল ইসলামের সহযোগিতায় থানা ও ফাঁড়ির ২৫জন অফিসার এবং ৫২ জন পুলিশ সদস্য নিয়ে চলমান এই সঙ্কট মোকাবিলায় কাজ করে যাচ্ছে।

একদিকে করোনা যুদ্ধে ফ্রন্ট লাইনে থেকে করোনা মোকাবিলা, অন্যদিকে উপজেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা,অপরাধ দমন, অপরাধীদের গ্রেফতার এবং মামলা নেয়ার মতো নিয়মিত কাজও চলছে পুলিশের। থানা ও ফাঁড়ি পুলিশের সঙ্গে চলমান যুদ্ধে শুরু থেকেই যুক্ত রয়েছে জেলা পুলিশের ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তা। যে কোন পরিস্থিতির বিষয়ে তারা সার্বক্ষণিক তদারকি করছেন। করোনা মোকাবিলায় প্রশিক্ষন ছাড়াই করোনাযুদ্ধে মাঠে নেমেছে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

মূলত প্রধান দায়িত্ব হলো সংক্রামণ ঠেকাতে গণজমায়েতে বাধা ও সামাজিক দূরুত্ব নিশ্চিত করা। এছাড়াও উপজেলার প্রবেশ পথগুলোতে চেকপোষ্টে চলাচল নিয়ন্ত্রণ, উপজেলা প্রশাসন দ্বারা গঠিত পৌরসভা ও ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায়ে করোনা কমিটিকে সহযোগিতা করছে পুলিশ। সংক্রামণ ঝুঁকি নিয়ে যারা কোয়ারেন্টাইনে আছেন পুলিশ তাদেরও দেখভাল করছে। সেই সাথে প্রত্যন্ত এলাকার করোনাদূর্গত মানুষের ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে খাবার।

মাহবুবুল আলম জানান, পুলিশ সদস্যদের মাঝে করোন সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। সিনিয়র কর্মকর্তরা নিয়মিত মাঠপর্যায়ের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছেন। পাশাপাশি পুলিশ সদস্যদের মধ্যে মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, এবং হ্যান্ড স্যানেটাইজার সহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, থানা ভবন ও এর আশ-পাশে পর্যাপ্ত জীবাণুনাষক ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যারাকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বেড স্থাপন করা হয়েছে। যাতে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলাফেরা ও অবস্থান করতে পারেন পুলিশ সদস্যরা। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে তাদের পুষ্ঠিমান সমৃদ্ধ উন্নমানের খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। একই সঙ্গে পুলিশ সদস্যদের পরিবারকেও সুরক্ষিত রাখতে নানা পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সংক্রামণ মোকাবিলায় সবাইকে সরকারি নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান পুলিশের এই কর্মকর্তার।

[redacted]

[redacted]

আনিসুর রহমান আনিস, সাধারণ সম্পাদক শাহীন আহমেদসহ শতাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে করোনাকে জয় করে সুস্থ হলেন প্রথম করোনা আক্রান্ত সেই ব্যাক্তি

মুজিবনগরে ১৪ দিন হোমকোয়ারিন্টিনে থেকে সুস্থ হয়েছেন প্রথম করোনা আক্রান্ত ব্যাক্তি। তিনি মুজিবনগর ব্রাক অফিসের স্বাস্থকর্মি হিসাবে যক্ষা বিভাগে কর্মরত ছিলেন। গত ২২ এপ্রিল মুজিবনগরসহ মেহেরপুর জেলায় ৫ জনের নমুনার রির্পোট আসলে মুজিবনগরে ১ জন ব্যাক্তির রিপোর্ট পজেটিভ আসে।

তারপর থেকে তার বাসা বাড়িসহ আশেপাশের কয়েকটি বাড়ি লকডাউন করা হয়। এবং করোনা আক্রান্ত ব্যাক্তিকে ১৪ দিনের হোমকোয়ারিন্টিনে রাখা হয়। হোমকোয়ারিন্টিন থাকা অবস্থায় উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্স এর পরামর্শ অনুযায়ী তার চিকিৎসা করা হয়। তবে প্রথমত অবস্থায় তার করোনা আক্রান্তের রিপোর্ট পজেটিভ আসলেও হোমকোয়ারিন্টিনে থেকে ১৪ দিনের ভিতর কয়েক বার তার নমুনা পাঠানো হলে সকল রির্পোট নেগেটিভ আসে। আজ শুক্রবার সকালে তার শেষ রির্পোট নেগেটিভ আসায় সে ঝুকি মুক্ত বলে জানিয়েছেন উপজেলা স্বাস্থ বিভাগ।

পরে আজ শুক্রবার দুপরে তার সকল পরিক্ষা নিরিক্ষা শেষে তাকে মোবাইল ফোনে সুস্থ বলে নিশ্চিত করেছে দিয়ে স্বাস্থ বিভাগ। এছাড়া আগামী আরও ১৪ দিন তাকে হোমকোয়ারিন্টিনে থাকতে হবে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। উপজেলা স্বাস্থ পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ড.রেজওয়ান আহম্মেদ জানান,করোনা ব্যাক্তির যেহেতু শ্বাসকষ্ট ছিলো না তাই তাকে বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা দেওয়া হয়।

তার হোমকোয়ারিন্টিন ১৪ দিন শেষ হলে পর পর দুইদিন তার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। সর্বশেষ পরীক্ষার ফলাফল আজ শুক্রবার সকালে উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্স এ পৌছায়। আর রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর দুপুরে

তাকে মোবাইল ফোনের মাধ্যেমে তিনি সুস্থ আছেন বলে নিশ্চিত করা হয়। এছাড়া তিনি যেহেতু করোনা আক্রান্ত রুগী ছিলেন সেক্ষেত্রে তাকে আরো ১৪ দিন হোমকোয়ারিন্টিনে থাকার পরামর্শ প্রদান করা হয়।

মেহরপুর জেলা যুবদলের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরে জেলা যুবদলের উদ্দ্যেগে, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে আজ বৃহস্পতিবার সকালে, মেহেরপুর সদর উপজেলার ৭টি গ্রামে কর্মহীন দুঃস্থ ও অসহায় ঘরবন্দি, ৭০০ পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জনাব মাসুদ অরুন।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণে উপস্থিত ছিলেন- মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, সাধারণ সম্পাদক কাওসার আলী, সহ-সভাপতি মোশাররফ হোসেন তপু, বাবু সাবের, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সুজন, নওশেল আহমেদ রনি, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক শিমুল বিশ্বাস, সদর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক লিয়াকত আলী, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম-আহবায়ক খোরশেদ আলম দুখু।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন- মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি ওলি মোহাম্মদ, যুগ্ম-সম্পাদক আরজুল্লাহ মাষ্টার বাবলু, জেলা বিএনপি’র অন্যতম নেতা শাহজাহান শাহান সহ সদর উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ-সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

দামুড়হুদায় ভোর রাতে খাবারের হোটেল ও চায়ের দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড

দামুড়হুদায় খাবারের হোটেল ও চায়ের দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। অগ্নিকান্ডে ৩ টি ফ্রিজ, ১ টি কালার টিভি, ১ টি পানির পাম্প, ৪ টি সিসি ক্যামেরাসহ প্রায় ৪ লক্ষাধিক টাকার মালামাল পুড়ে ভস্মীভুত হয়েছে। খবর পেয়ে দামুড়হুদা লোকনাথপুরস্থ দমকল বাহিনীর লোকজন এসে ঘন্টাব্যাপি চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রনে নেয়।

অগ্নিকান্ডের খবর জানতে পেরে ঘটনাস্থলে চুটে আসেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এসএম মুনিম লিংকন। তিনি দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবুর সাথে পরামর্শক্রমে উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে তাৎক্ষনিকভাবে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ ওই দুই ব্যবসায়ীর হাতে ১০ হাজার টাকা করে নগদ অর্থ তুলে দেন।

এ ছাড়া ক্ষতিগ্রস্থ দুই পরিবারের জন্য খাদ্য সামগ্রী পৌছে দেন। গত বুধবার ভোর রাত সাড়ে ৪ টার দিকে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ডস্থ মনিরদ্দিনের খাবারের হোটেল ও তার বড় ভাই আশাদুলের চায়ের দোকানে ওই ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। অগ্নিকান্ডের সঠিক কারণ জানা না গেলেও বিদ্যুতের সর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করেছেন স্থানীয় লোকজন।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৭০৬ জনের করোনা শনাক্ত

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে আরও ৭০৬ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। দেশে করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা হয়েছে ১২ হাজার ৪২৫।

বৃহস্পতিবার দুপুরে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়।

এছাড়া ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন আরও ১৩০ জন। সবমিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৯১০ জন।

মেহেরপুরে বুরো বাংলাদেশ এর উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরে অসহায়, দরিদ্র ও কর্মহীন মানুষদের মধ্যে বুরো বাংলাদেশ এর খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। মেহেরপুর সদর উপজেলার কর্মহীন ৫শত পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরন করেছে বুরো বাংলাদেশ।

খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল ১০ কেজি চাল, ৫ কেজি আলু, ১ লিটার তৈল,২ কেজি ডাল,২ টা সাবান ১ কেজি লবন। এছাড়াও নিরাপত্তার জন্য মাস্ক বিতরণ করা হয়। বৃহস্পতিবার সকাল ১০.০০ টায় কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল মাঠ প্রাঙ্গনে এই কর্মসুচির উদ্ধোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সদর থানার ওসি শাহ দারা খান, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এনামুল হক, বুরো বাংলাদেশ এর আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আবুল হোসেন মিঞা, দৌলতপুর এলাকার ব্যবস্থাপক সুলতান আহম্মদ, মেহেরপুর শাখার শাখা ব্যবস্থাপক ইউসুফ আলী, হিসাব রক্ষক আক্তারুজ্জামান, উর্ধ্বতন কর্মসুচি সংগঠক আবুল কাশেম, রফিকুল ইসলাম।